দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

২৫৭

শিক্ষাঙ্গন

ক্রীড়া শিক্ষার গুরুত্ব

বিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত তরুণ ছেলেমেয়েদের শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধূলায় অংশগ্রহণে নিয়মিত এবং পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণের উপরই ভবিষ্যৎ নাগরিকগণের সুস্থ সবল শরীর গঠন এবং খেলাধুলার মান উন্নয়নের বিষয়টি নির্ভর করে। খেলাধুলায় উন্নত সকল দেশে এবং উন্নয়নশীল অধিকাংশ দেশে তরুণ ছেলেমেয়েদের শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলায় নিয়মিত অংশগ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

একথা স্পষ্ট যে, তরুণ ছেলেমেয়েদের শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে কোন দেশই সুস্থ সবল নাগরিক গঠনে এবং খেলাধুলার মান উন্নয়নে সক্ষম হয়নি। কিন্তু আমাদের দেশে বৃটিশ আমলে বিদেশী শাসকগণ নিজেদের প্রয়োজনে এক ধরনের শারীরিক শিক্ষা প্রবর্তন করেছিল। পাকিস্তান আমলে সে ধারাই প্রচলিত ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলা পরিচালনা প্রসঙ্গে কোন সুষ্ঠু নীতি আজ পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি।

লক্ষ্য করা যায়, যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত লাখ লাখ ছেলে-মেয়েদের শারীরিক শিক্ষা এবং খেলাধুলা পরিচালনার জন্য এ বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা নেই। একথা স্পষ্ট যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলা পরিচালনার কোন কার্যকর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়নি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা ভিন্নরূপ। শতকরা প্রায় বিশভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শারীরিক শিক্ষক নিয়োজিত আছেন।

কিন্তু এ সকল শিক্ষককে বাংলা, ইংরেজী ও অংকের মতো আবশ্যকীয় পরীক্ষার বিষয়গুলোতে শিক্ষা প্রদানের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেশীর ভাগ ব্যস্ত রাখেন। সরকারী ও বেসরকারী সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একই অবস্থা বিরাজমান।

আন্তঃস্কুল খেলাধুলায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে উপজেলাকে ইউনিট বলে ধরা চলে। কিন্তু প্রতিটি উপজেলায় জেলার তারতম্য অনুযায়ী গড়ে ৪০ থেকে ৪৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা থাকা সত্ত্বেও প্রায় উপজেলায় ২/৩টির বেশী বিদ্যালয় আন্তঃস্কুল খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে না। আন্তঃস্কুল খেলাধুলায় অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। আন্তঃস্কুল খেলাধুলার ফলাফলকে সারা বছর বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলা চর্চার মানদণ্ড হিসেবে গগগণণণণ্য করা হলে বর্তমান অবস্থায় একথা বলা চলে যে, আন্তঃস্কুল খেলাধুলা মুখ্য উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে এশিয়ান দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃস্কুল খেলাধুলা প্রতিযোগিতা ব্যবস্থা করা হয়েছে। উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড়দের প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে আয়োজিত এশিয়ান দেশগুলোর মধ্যকার এ প্রতিযোগিতায়ও বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে না।

মাদ্রাসা এবং কলেজগুলোতে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলা পরিচালনার অবস্থাও একই রকম। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান বাদ দেয়া হয়েছে।

শারীরিক শিক্ষা, শিক্ষার একটি অংগ হলেও এর নিজস্ব গতি ও প্রকৃতি আছে।

সে প্রকৃতি বাস্তবায়নের জন্য যেমন শিক্ষকগণের আলাদা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ঠিক তেমনি পদ্ধতিগতভাবে এর আলাদা বৈশিষ্টের স্বীকৃতি দিয়ে এর উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ দেয়াও আবশ্যক। একটি স্বাধীন দেশে ভবিষ্যৎ নাগরিকগণের সুস্থ সবল শরীর গঠনে এবং মানসিক ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণে রেখেই শারীরিক শিক্ষাকে অবহেলা করা চলে না।

এ অবস্থায় সকল পর্যায়ের বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলা পরিচালনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যকর পন্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলা পরিচালনায় সুষ্ঠু ও কার্যকর তৎপরতা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। গুরুত্বের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলাকে আবশ্যকীয় পরীক্ষার বিষয় রূপে গণ্য করা যেতে পারে। শারীরিক চর্চা শিক্ষকের বর্তমান অভাব মিটানোর জন্য খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগে আরো ২টি শারীরিক শিক্ষা কলেজ স্থাপনেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিক্ষকের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শারীরিক শিক্ষায় মাস্টার ডিগ্রী প্রদানেরও ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, বিদ্যালয়ের খেলাধুলার মান উন্নয়ন না হলে পরবর্তী পর্যায়ে এর মান উন্নয়নের আশা করা যায় না।

—মোঃ আবু তাহের